মিত্যত্র ভক্ত্যেত্যনেন তস্যা জ্ঞানাত্মমিশ্রশ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণত্বম্ একয়েত্যনেন নৈরন্তর্য্যলক্ষণমব্যভিচারিত্বং চোপদিষ্টম্। তত্র যদ্যপি কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা ইত্যাদি প্রাক্তনবাক্যে লৌকিকস্যাপি। কর্ম্মণো ভগবদর্পণাদ্ভাগবতধর্ম্মত্বং সিধ্যতীতি যথোক্তং নৈরন্তর্য্যমপি সম্ভবতি তথাপি শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণমাত্রত্বং ব্যাহন্যেত তস্মাত্তত্রাব্যভিচারিত্বং তন্মাত্রত্বঞ্চ যথা ভবেত্তথোপায়ং তদনন্তরমাহদ্বাভ্যাং। তত্র প্রথমব্যভিচারিত্বোপায়মাহ প্রথমেন—

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌযথা।
তৎকর্ম্মসঙ্কল্প-বিকল্পং মনো বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততং স্যাৎ॥ ৬০ ।

টীকার্থ—"মন্যে" ইত্যাদি শ্লোকে প্রথমে আত্যন্তিক ক্ষেম বলিতেছেন। ইত্যাদি টীকা। পুনশ্চ—

"ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমাত্মজঃ', ॥

হে মহাপুরুষবৃন্দ! যে সমুদয় ভাগবতধর্ম্মে শ্রীভগবান্ সুপ্রসন্ন হইয়া যদ্যপি আপনি আত্মা ও অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, তথাপি শরণাগত ভক্তকে আত্মদান করিয়া থাকেন, সেই সকল ভাগবত-ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন। কিন্তু যদি আমাদের সেই বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে করেন, তবেই বলুন; অন্যথায় অর্থাৎ অযোগ্য মনে করিলে বলিবেন না। শ্রীনিমি মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকবি যোগীন্দ্র—

"যে বৈ ভগবতা পোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংযামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥
যানাস্থায় নরো রাজন্! ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্নপতেদিহ॥
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"

ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞজনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীভগবান্ সুখে নিজকে (ভগবান্কে) পাইবার জন্য যে সকল উপায় বলিয়াছেন, সেই সকল উপায়ের নাম ভাগবতধর্ম্ম। এস্থানে শ্রীভগবৎ কথিত উপায় সকল ভাগবত-ধর্ম্মের স্বরূপ-লক্ষণ, আর শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিটি তটস্থ-লক্ষণ—ইহাই বুঝিতে হইবে। হে রাজন্! নরমাত্র বিশ্বাসযুক্ত হইয়া যে সকল ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করতঃ কখনও বিঘ্নসমূহের দ্বারা পরাভব প্রাপ্ত হয় না, এবং যে ভাগবতধর্ম্ম-মার্গে অবস্থিত হইয়া জনসমূহ শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ দুইটী নেত্র মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কখনও স্খলিত হয় না এবং একেবারে পতিত হয় না, যতদিন